হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম: হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৪ই শাওয়াল ১২৫০ হি. মোতাবেক ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খ্রি. রোজ শুক্রবার, ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা ও মাতা: তাঁর পিতার নাম - হযরত মির্যা গোলাম মুরতুযা সাহেব এবং মাতার নাম- হযরত চেরাগ বিবি সাহেবা।

প্রথম বিয়ে: হযরত মির্যা সাহেবের প্রথম বিয়ে পনের বা ষোল বছর বয়সে তাঁর মামাতো বোন হুরমত বিবি সাহেবার সাথে সম্পন্ন হয়।

শিয়ালকোট গমন ও খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে ধর্মীয় বিতর্ক: ১৮৬৪ সালে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার আদেশে শিয়ালকোটে চাকুরীতে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে ধর্মীয় তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয়ে ইসলামের পক্ষে জোরালো যুক্তির বলে পাদ্রীদের বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন করতেন। ১৮৬৭ সালে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ এই চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

প্রথম ইলহাম: হযরত মসীহ মওউদ আলায়হেস্ সালামের উপর প্রথম ইলহাম হয় ১৮৬৫ সালে। আর তা হলো:

ثَمَانِيْنَ حَوْلًا اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ ذَالِكَ اَوْ تَزِيْدُ عَلَيْهِ سِنِيْنًا وَ تَرٰى نَسْلًا بَعِيْدًا

অর্থাৎ- তোমার বয়স আশি বছর হবে বা দুই চার বছর কম বা বেশী, আর তুমি এত বয়স পাবে যে, পরবর্তী প্রজন্মকেও দেখতে পাবে। *(তাযকেরা, পৃ. ৭, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত)*

পিতৃবিয়োগ ও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শান্তনার বাণী: ১৮৭৬ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পিতা মৃত্যু বরণ করেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, এখন কিভাবে সংসার চলবে। ততক্ষনাৎ আল্লাহ্ তা'লা শান্তনার বাণী শুনান- اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ
অর্থাৎ- আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

মামুরিয়্যাত বা প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ইলহাম: ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে তিনি (আ.) মামুরিয়্যাতের ইলহাম লাভ করেন। আর তা হলো- قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ
অর্থাৎ- তুমি বল, আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী।

বারাহীনে আহমদীয়া প্রণয়ণ: ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে দলীল উপস্থাপন করে তিনি 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড ১৮৮০ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮১ সালে, তৃতীয় খন্ড ১৮৮২ সালে, চতুর্থ খণ্ড ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, দীর্ঘ তেরশত বছর ধরে ইসলামের সমর্থনে এমন পুস্তক কেউ লিখতে পারে নি।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে প্রথম মামলা: ১৮৭৭ সালে এক খ্রিষ্টান রালইয়া রাম হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশতঃ একটি মামলা করে। এই মামলা 'ডাকখানার মামলা' নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় বিয়ে: ১৮৮৪ সালের শেষের দিকে দিল্লীর বিখ্যাত সূফী বুযুর্গ খাজা মীর দারদ সাহেবের বংশের কন্যা হযরত নুসরত জাহান বেগম সাহেবার সাথে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী: ১৮৮৬ সালে তাঁকে নানান গুণে গুণান্বিত এক পুত্রের শুভসংবাদ দেয়া হয়। সেই পুত্রকে মুসলেহ মওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) বলা হয়। আর তিনি হলেন হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)।

বয়াতের দশটি শর্ত: ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারীতে তিনি (আ.) 'তাকমীলে তাবলীগ' নামক ইশতেহারের মাধ্যমে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণের দশটি শর্ত ঘোষণা করেন।

প্রথম বয়াত গ্রহণ: ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় তিনি (আ.) প্রথম বয়াত গ্রহন শুরু করেন। প্রথম দিন চল্লিশ জন সদস্য বয়াত গ্রহন করেন এবং সর্ব প্রথম হযরত হেকীম মাওলানা নুরুদ্দীন (রা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন।

'মসীহ মওউদ' হওয়ার দাবী: ১৮৯১ সালে আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে জানান, যে মসীহ নাসেরীর আগমনের অপেক্ষায় মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা অপেক্ষমান তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর মসীহর দ্বিতীয় আগমনের অর্থ হলো, তার গুণে গুণান্বিত হয়ে অন্য কোন ব্যক্তির আগমন। আর সেই ব্যক্তি হলেন তিনিই অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

'ইমাম মাহদী' হওয়ার দাবী: ১৮৯১ সালের মাঝামাঝি সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) নিকট আরেকটি বিষয় উন্মোচিত করেন যে, **'মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী'** একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। তখন তিনি এই দাবী করেন, মসীহ ও মাহদী তিনিই। তাঁর (আ.) এই দাবী রসূলে করীম (সা.)-এর এই হাদীস দ্বারা সমর্থিত, যেখানে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন–

لَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম ভিন্ন কোন মাহদী নাই (ইবনে মাজা)।

প্রথম জলসা সালানা: ১৮৯১ সালে ২৭, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক জলসায় ৭৫ জন পুণ্যাত্মা অংশগ্রহণ করেন।

রাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের দাওয়াত: ১৮৯৩ সালে 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তকের মাধ্যমে রাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান।

চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ: হাদীস শরীফে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদীর আগমনের একটি লক্ষণ বর্ণিত আছে যে, মাহদীর সত্যতা স্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে। তাঁর দাবীর কিছুদিন পরেই ১৮৯৪ সাল অনুযায়ী ১৩১১ হিযরী সনের রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়, যা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যতার অনেক বড় দলীল।

সর্বধর্মীয় সম্মেলন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতুলনীয় বিজয়: ১৮৯৬ সালে ২৬,২৭,২৮ ডিসেম্বর লাহোরে সর্বধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যেখানে সব ধর্মের স্কলারগণ নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা তুলে ধরেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের স্বপক্ষে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা 'ইসলামী নীতি দর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। যা মওলানা আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব চমৎকার ভঙ্গিমায় পাঠ করে শুনান। সেখানে উপস্থিত সকলে উক্ত প্রবন্ধের ভূয়ষী প্রশংসা করে এবং এই প্রবন্ধকে সকল প্রবন্ধের উপর জয়যুক্ত বলে ঘোষণা দেয়।

কাদিয়ানে স্কুল ও পত্রিকার শুভ সূচনা: ১৮৯৮ সালে আহমদী শিশুদের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কাদিয়ানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় যা আজ "তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল" নামে পরিচিত। একই বছর জামাতের প্রচার, সংবাদ ও সদস্যদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল হাকাম' কাদিয়ান থেকে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পত্রিকা ইতোপূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে অমৃতসর থেকে প্রকাশ করা হতো।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর নামকরণ: ১৯০১ সালের প্রাক্কালে সরকারের পক্ষ থেকে আদমশুমারী করা হয়। তখন ইসলামের অন্যান্য ফিরকা থেকে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জামাতের নাম "আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত" রাখা হয়।

যিল্লী নবুওয়্যতের দাবী এবং খতমে নবুওয়্যতের ব্যাখ্যা: যদিও এরপূর্বে তাঁর (আ.) কিতাবসমূহে তাঁর যিল্লী বা বুরূযী নবুওয়াতের বিষয়টি উল্লেখ ছিল, কিন্তু ১৯০১ সালে মসীহ মওউদ (আ.) 'এক গালাতি কা ইযালাহ' পুস্তিকায় এই ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতায় এবং তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক কল্যাণের বরকতে যিল্লী এবং বুরূযী নবুওয়তের মর্যাদা দান করেছেন। তিনি (আ.) এটিও বর্ণনা করেন যে, **খাতামান্নাবীঈন** অর্থ সর্ব শেষ নবী নয়। বরং 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবীঈন'-এর অর্থ হলো, নবুওয়তের উৎকর্ষতার দিক থেকে তিনি (সা.) সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর (সা.) অনুবর্তিতা ছাড়া কেউ নবুওয়তের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। আর তাঁর (আ.) এই ব্যাখ্যা সর্বজন স্বীকৃত বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত।

'মিনারাতুল মসীহ'-র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন: ১৩ই মার্চ ১৯০৩ সালে রোজ শুক্রবার মিনারাতুল মসীহর ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়। তবে অর্থ সংকটের কারণে মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। পরবর্তীতে খেলাফতে সানীয়ার যুগে ১৯১৫-১৯১৬ সালের দিকে এই মিনারের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ওসীয়্যত এবং বেহেশতী মাকবেরা প্রতিষ্ঠা: ১৯০৫ সালের শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অধিক হারে নিজ মৃত্যু সম্পর্কে ইলহাম লাভ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর হাতে আর অল্প সময়ই বাকী আছে। তাই তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তকে তিনি জামাতকে তাঁর মৃত্যুর পর খেলাফতের ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ দেন। এছাড়াও তিনি সেই ওসীয়্যতে খোদা তা'লার আদেশে জামাতের জন্য একটি বিশেষ মাকবেরার (কবরস্থান) প্রস্তাব রাখেন, যার নাম তিনি (আ.) 'বেহেশতী মাকবেরা' রাখেন।

সিলসিলাহ আহমদীয়াতে আলেম সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদরাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা: ১৯০৬ সালে জামাতে আহমদীয়াতে উৎকৃষ্ট আলেম সৃষ্টির লক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাদরাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে 'জামেয়া আহমদীয়া'-তে রূপান্তরিত হয়।

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা: ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে বেহেশতী মাকবেরা সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে হরযত মসীহ মওউদ (আ.) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বশেষ পুস্তক রচনা: ২৫শে মে ১৯০৮ সালে তিনি (আ.) তাঁর সর্বশেষ পুস্তক 'পয়গামে সুলেহ' রচনা সম্পূর্ণ করেন। এই পুস্তকে তিনি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করেন।

ইন্তেকাল: ১৯০৮ সালে ২৫শে মে দিবাগত রাতে তিনি (আ.) ভীষণ অসুস্থ হন। পরদিন অর্থাৎ ২৬শে মে সকাল সাড়ে দশটার দিকে তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তাঁর প্রিয় প্রভূর সন্নিকটে উপস্থিত হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।